পবিত্র বাইবেল ঘোষণা করছে

> *“সেই কথা হল, যদি তুমি যীশুকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার কর এবং অন্তরে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন তবেই তুমি পাপ থেকে উদ্ধার পাবে।... রক্ষা পাবার জন্য যে কেউ সদাপ্রভুকে ডাকবে সে রক্ষা পাবে”*
> (রোমীয় ১০:৯,১৩; যোয়েল ২:৩২ পদ)।

আরও জানার জন্য যোগাযোগ করুন

অনুবাদ ও সম্পাদনায়: এন. এন. স্বপন
সম্পাদনা সহযোগী: সাহিত্য বিভাগ এডিটোরিয়াল টীম
প্রকাশক: সাহিত্য বিভাগ, পোঃ বক্স নং ৭৮, চট্টগ্রাম-৪০০০
মুদ্রণে: আদি প্রিন্টিং প্রেস, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
বাংলা কপিরাইট©২০১৫-সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম
প্রথম মুদ্রণ: ১০০০ কপি - ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ

ROCK INTERNATIONAL

সাহিত্য বিভাগ

আপনার জীবন কাহিনী

নিজের জীবনের কাহিনীটি কি আপনি জানেন?

তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক!

এই পুস্তিকাটি সম্বন্ধে দু'টি কথা

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বিক্রিত গ্রন্থ *পবিত্র বাইবেল*। আপনি কি এটি পড়েছেন? এই গ্রন্থে মানবজাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিবরণ লেখা আছে। পবিত্র বাইবেল পড়তে প্রায় ৭০ ঘন্টা সময় দরকার। **আপনার জীবন কাহিনী** নামে এই ছোট্ট পুস্তিকায় এই পবিত্র বাইবেলের আশ্চর্য কাহিনী ও বাণী সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। এই ছোট্ট পুস্তিকাটি পড়তে এক ঘন্টারও কম সময় লাগবে।

> *"**রূপার** চেয়ে আমার **উপদেশ** লাভ করতে আগ্রহী হও, বাছাই করা **সোনার** চেয়ে **জ্ঞান** লাভ করতে আগ্রহী হও; কারণ **প্রবাল পাথরের** চেয়েও **সুবুদ্ধি** বেশী দামী; তোমার চাওয়ার মত কোন জিনিসের সংগে তার তুলনা হয় না" (হিতোপদেশ ৮:১০,১১)।*

লেখক সম্বন্ধে দু'টি কথা

লেখক **পল ডি, ব্র্যামসেন** আফ্রিকা মহাদেশের সেনেগালে তাঁর জীবনের প্রচুর সময় কাটিয়েছেন। সেনেগাল দেশটি সাহারা মরুভূমির একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশ। তাঁর লেখনীর মধ্যে পবিত্র শাস্ত্রের কথাগুলোর জন্য তাঁর গভীর আবেগ দেখা যাবে। এতে ফুটে উঠেছে সেনেগালে ও সারা পৃথিবী জুড়ে সকল ধর্ম-বর্ণের বন্ধুদের সাথে তাঁর হাজারো কথাবার্তা।

আপনার নিজের এই কাহিনীগুলো আপনি কতটা ভাল জানেন?

১। আপনার জন্মদাতা মা-বাবার নাম কি?
২। আপনার দাদু-দিদিমা ও দাদু-ঠাকুমার নাম কি কি?
৩। আপনার মা-বাবার দাদু-দিদিমা ও দাদু-ঠাকুমার নাম কি কি?
৪। আপনার মা-বাবার দাদু-দিদিমা ও দাদু-ঠাকুমাদের দাদু-দিদিমা ও দাদু-ঠাকুমা, প্রভৃতির নাম কি কি?

প্রত্যেক মানুষের জীবনের বংশ-তালিকা ও কাহিনী আছে। যদি পুরস্কার হিসাবে আপনাকে জগতের সব সোনা-দানা দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও কি আপনার দশ প্রজন্ম আগের দাদু-দিদিমার প্রত্যেকের সঠিক ও আসল নামগুলো নিয়ে আসতে পারবেন? সম্ভবতঃ পারবেন না। কেন পারবেন না? কেননা অনেক আগেকার আপনার পূর্ব-পুরুষদের নামের *লিখিত বিবরণ* তো আপনার হাতে নেই।

এখন আপনার নিজের কাহিনীটির অনেক পুরনো বিবরণ সম্বন্ধে চিন্তা করুন। এই ইতিহাসের মূল্য সোনার চেয়েও বেশী।

আপনার প্রথম পূর্বপুরুষগণ।

তাঁদের সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? যদি তাঁদের কাহিনীর কোন *লিখিত বিবরণ* না থাকত, তাহলে আপনার পক্ষে জানা সম্ভব হত না আপনি কোথা থেকে এই পৃথিবীতে এসেছেন। ধন্যবাদের বিষয় হল এই ধরনের একটি *লিখিত বিবরণ* আছে। এর নাম পবিত্র বাইবেল।

আপনি কি জানেন সেই বিবরণটি কি বলে?

*পবিত্র বাইবেল** নামে গ্রন্থটি কেবলই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বিক্রিত ও অনূদিত বই-ই নয়; এটা সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত প্রাচীন লেখাও বটে। বাইবেল নিজেই দাবী করে এটি *ঈশ্বরের বাক্য*। এই বাইবেল দু'ভাগে বিভক্ত:

প্রথম খণ্ড: পুরাতন নিয়ম (মোশির পঞ্চ-পুস্তক, গীতসংহিতা, ইত্যাদি)--*এই খণ্ডে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে*

দ্বিতীয় খণ্ড: নূতন নিয়ম (সুসমাচার পুস্তক সমূহ, ইত্যাদি)--*এই খণ্ডে ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূর্ণতা পেয়েছে*

কিন্তু কিভাবে আমরা জানতে পারি এই লেখাগুলো সত্যিকার অর্থেই ঈশ্বরের লেখা বিবরণ কিনা?

আমরা জানতে পারি, কারণ এগুলোর মধ্যে এমন সব প্রমাণ আছে, যা অন্য কোন বইয়ে পাওয়া যায় না। যেমন-

◆**নিখুঁত মিল বা সম্পর্ক**। যদিও শাস্ত্রের কথাগুলো প্রায় ১৫০০ বছর ধরে প্রায় ডজন ডজন নবী বা ভাববাদীগণ লিখেছেন, কিন্তু সেই কথাগুলোর একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক আছে। একমাত্র সৃষ্টিকর্তার পক্ষেই মিল রক্ষার এই কাজটি করা সম্ভব।

◆**একটি মাত্র কাহিনী**। কোন মানুষের পক্ষে এরকম একটি জটিল ইতিহাসের কল্পনা করা সম্ভব নয়। এই কাহিনীর প্রত্যেকটি অংশ একটির সাথে অন্যটি নিখুঁতভাবে মিলে যায়। এটি জীবনের বড় বড় প্রশ্নের উত্তর দেয়, আশা জাগায় এবং জীবন পরিবর্তন করে।

◆**শত শত পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী**। কেবল মাত্র ঈশ্বরের পক্ষেই কোন ঘটনা ঘটার পূর্বে সেই ঘটনা প্রকাশ করা সম্ভবপর।

*পবিত্র মানে বিশেষ ধরনের বা আলাদা করে রাখা। 'বাইবেল' এসেছে গ্রীক শব্দ 'বিব্লিয়া' থেকে, যার অর্থ বই বা গ্রন্থাগার।

আপনার কাহিনীটি শুরু হয়েছে *‘ঈশ্বর’*কে দিয়ে। যদিও আপনার দাদুর ঠাকুরদাদের বা পূর্বপুরুষদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মানুষের কাছে অনেক ধারণা আছে, কিন্তু যিনি সবকিছু শুরুর পূর্ব থেকে ছিলেন, আদিপুস্তক (যে নামের অর্থ *‘আরম্ভ’*) তাঁরই লিখিত বিবরণ।

***“সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর** মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন”* (আদি ১:১)।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি আছে? তাঁর সৃষ্টিই উচ্চশব্দে নীরবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।
“তিনি শূন্যের মধ্যে পৃথিবীকে ঝুলিয়ে রেখেছেন” (ইয়োব ২৬:৭)।
“আর আকাশ তুলে ধরছে তাঁর হাতের কাজ” (গীতসংহিতা ১৯:১)।

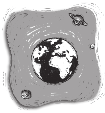

আমাদের হাতের কথা ধরা যাক। আপনার নিজের হাতটির দিকে তাকান। খুবই দক্ষ একজন কারিগর ছাড়া আর কেউ কি হাতের মত এই ধরনের একটি অংগ বানাতে পারেন? লক্ষ লক্ষ সক্রিয় অংশ আছে, এমন ধরনের জীবন্ত কোষ বানানোর জন্য কোন্ ধরনের বিশেষ জ্ঞানের দরকার? অথবা যেসব বংশগতির বৈশিষ্ট্যের দরুন আপনি একজন জীবন্ত মানুষ হয়েছেন, সেসব কোটি কোটি বংশগতির বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের দুই-মিটার-লম্বা খোলা চোখে দেখা-না-যাওয়া প্যাঁচানো সুতাকে একসাথে বোনার জন্য কোন্ ধরনের জ্ঞানের দরকার?

“হে সদাপ্রভু,... মায়ের গর্ভে তুমিই আমার দেহের অংশগুলো একসংগে বুনেছ। আমি তোমার গৌরব করি, কারণ আমি ভীষণ আশ্চর্যভাবে গড়া” (গীতসংহিতা ১৩৯:১,১৩,১৪)।

ঈশ্বর কেমন? তিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অসীম পরিকল্পনাকারী ও স্রষ্টা। তাঁর শুরু নেই, আবার শেষও নেই। তিনিই *“সমস্ত আত্মাদের পিতা”* (হিব্রীয় ১২:৯), তিনি স্বর্গের দূতদের এবং পৃথিবীতে আপনার প্রথম পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা যাতে তারা চিরকাল ধরে তাঁকে জানতে, ভালবাসতে, উপাসনা করতে ও তাঁর সেবা করতে পারে। ঈশ্বর এক, তথাপি তিনি একই সময়ে সব জায়গায় থাকতে পারেন। তাঁর নাম সদাপ্রভু। এই নামের অর্থ ‘যিনি নিজে নিজে অস্তিত্ববান’। তাঁর কোন কিছুর দরকার নেই, কিন্তু তিনি চান লোকে তাঁকে জানুক ও ভালবাসুক। তিনিই *সর্বশক্তিমান*, যিনি তাঁর *বাক্য* ও *আত্মায়* উচ্চারণ করলেন, আর জগৎ সৃষ্টি হয়ে গেল।

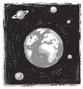

*সৃষ্টির শুরুতেই **ঈশ্বর** মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীর উপরটা তখনও কোন বিশেষ আকার পায় নি, আর তার মধ্যে জীবন্ত কিছুই ছিল না; তার উপরে ছিল অন্ধকারে ঢাকা গভীর জল।*

***ঈশ্বরের আত্মা** সেই জলের উপরে চলাফেরা করছিলেন। **ঈশ্বর বললেন,** “আলো হোক।” আর তাতে আলো হল। তিনি দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করলেন* (আদিপুস্তক ১:১-৪)।

সৃষ্টির প্রথম দিনে ঈশ্বরের গৌরব ও আলো অন্ধকারকে দূর করে দিল। ***“ঈশ্বর আলো**; তাঁর মধ্যে অন্ধকার বলে কিছুই নেই। যদি আমরা বলি যে, ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে যোগাযোগ-সম্বন্ধ আছে অথচ অন্ধকারে চলি তবে আমরা মিথ্যা কথা বলছি, সত্যের পথে চলছি না”* (১ যোহন ১:৫,৬)। আপনার স্রষ্টার মধ্যে কোন খুঁত নেই। সম্পূর্ণরূপে খাঁটি মানুষেরাই কেবল তাঁর সাথে বাস করতে পারবে। ***“ঈশ্বর সদাপ্রভু পবিত্র”*** (গীতসংহিতা ৯৯:৯)।

আপনার প্রথম পূর্বপুরুষগণ

পর পর ছয় দিনে ঈশ্বর আলো, আকাশ-বাতাস, ভূমি, সাগর, শাক-সব্জি, চাঁদ, সূর্য, তারা, মাছ, আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখী, পোকা-মাকড় ও জীব-জন্তু সৃষ্টি করলেন। কী সুন্দর এই গ্রহ! যদি ভালভাবে দেখাশোনা করা হয়, তাহলে পৃথিবীতে কখনও কোন ভাল কিছুর অভাব হবে না। এই গ্রহ হবে মানুষের বসবাসের জন্য আদর্শ স্থান।

“তারপর ঈশ্বর বললেন, ‘আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সংগে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরী করি। তারা... সমস্ত পৃথিবীর উপর রাজত্ব করুক।’ পরে **ঈশ্বর তাঁর মত করেই** মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি **তাঁর মত করেই** মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে”* (আদিপুস্তক ১:২৬,২৭)।

মানুষ পশু-পাখীদের চেয়ে আলাদা। মানুষকে স্রষ্টার স্বভাব প্রকাশ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। ঈশ্বর তাদেরকে অনন্ত আত্মা, সূক্ষ্ম বুদ্ধি, গভীর অনুভূতি এবং যেকোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। ঈশ্বর চান নি মানুষ রোবট হয়ে থাকুক। তিনি চেয়েছেন আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষ, অর্থাৎ আদম ও হবার একে অপরের সাথে এবং তাঁর সাথেও তাঁদের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যেন গড়ে উঠে। আবার তাঁর সাথেও তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি চান আপনার সাথেও তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হোক। ***“ঈশ্বর নিজেই ভালবাসা”*** (১ যোহন ৪:৮)।

*ঈশ্বর যেহেতু **এক**, তাহলে কেন তিনি বলেছেন, “আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সংগে মিল রেখে...?” এই প্রশ্নটির উত্তর আছে তাঁর জটিল একত্বের মধ্যে। তিনি এক, কিন্তু সেই একত্ব জটিল। পবিত্র শাস্ত্রে “*ঈশ্বরের*” জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি হল “*এলোহিম*”। এই “এলোহিম” একটি *বহুবচনীয় বিশেষ্য পদ*। “এক” এর জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি হল ‘একহাদ”, যার অর্থ একটি যৌগিক একত্ব। ***“ঈশ্বর যে কত মহান তা আমরা বুঝতেও পারি না!”*** (ইয়োব ৩৬:২৬)।

পাপ ও মৃত্যুর নিয়ম

সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর ও মানুষ ছিলেন বন্ধু। কিন্তু ঈশ্বর পরিকল্পনা করলেন সেই বন্ধুত্বকে পরীক্ষা করবেন। তিনি আদম ও হবাকে তাঁদের সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের সম্পর্ক গভীর করার একটি সুযোগ দিলেন, কারণ তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর কথা মেনে চলতেন। হবাকে সৃষ্টি করার পূর্বে ঈশ্বর আদমকে একটি সুন্দর বাগানে রাখলেন। সেই বাগানে ছিল বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি এবং খাওয়ার জন্য বিভিন্ন ফলের গাছ। সেখানে একটি মাত্র গাছ কেবল একটু আলাদা ধরনের ছিল।

*“পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁকে আদেশ দিয়ে বললেন, **‘তুমি তোমার খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার;*** কিন্তু ভাল-মন্দ-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে ***সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে’”*** (আদিপুস্তক ২:১৬,১৭)।

ঈশ্বরের দেওয়া এই একটি মাত্র আদেশের অবাধ্যতার ফল কি হবে?

ঈশ্বর কি আদমকে বলেছিলেন যে, সেই নিষেধ-করা গাছের ফল খাওয়ার পরে তাঁকে বিভিন্ন ধর্মীয় কাজ শুরু করতে হবে? আদম কি খারাপ কাজগুলো ঢাকা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাল কাজ করতে পারবে? সে কি ঈশ্বরের করুণা পাবার আশা করতে পারবে? এই ধরনের কথা কি ঈশ্বর বলেছিলেন? **না!!!**

ঈশ্বর আদমকে বলেছেন পাপের মূল্য হবে অবশ্যই **মৃত্যু**। এটাই হল পবিত্র বাইবেল অনুসারে ***“পাপ ও মৃত্যুর নিয়ম”*** (রোমীয় ৮:২)।

মৃত্যুর অর্থ

মানুষকে দেওয়া ঈশ্বরের প্রথম নিয়মটি আপনার নিজের কাহিনী, অর্থাৎ আপনার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে বুঝার একটি চাবিকাঠি।

পাপের বা ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গের কারণে **তিন ধরনের মৃত্যু বা বিচ্ছেদ** সৃষ্টি হয়েছেঃ

১। **আত্মিক মৃত্যুঃ** ঈশ্বর থেকে মানুষের আত্মার বিচ্ছেদ।
২। **দৈহিক মৃত্যুঃ** দেহ থেকে প্রাণের বিচ্ছেদ।
৩। **অনন্ত মৃত্যুঃ** ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিরকাল নরকে থাকা। *“শয়তান এবং তার দূতদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও”* (মথি ২৫:৪১)।

মৃত্যুর অর্থ কি, এর একটি উদাহরণ হল একটি গাছের ডাল। একটি গাছ থেকে জীবন্ত একটি ডালকে ভেঙ্গে ফেলার পরে যদিও এটাকে তখনও জীবন্ত দেখায়, কিন্তু এটা “মৃত”; কারণ এটাকে এর প্রাণের উৎস থেকে আলাদা করা হয়েছে।

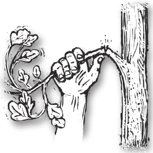

ঈশ্বর আদমকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, **পাপ** তাঁকে সৃষ্টিকর্তার, অর্থাৎ তাঁর প্রাণের উৎসের কাছ থেকে **আলাদা** করে দেবে। নিখুঁত ও পবিত্র ঈশ্বরের কাছে পাপ কোন সামান্য ব্যাপার নয়।

পছন্দ

আদমের পাঁজর থেকে স্ত্রীলোক সৃষ্টির পর ঈশ্বর সেই স্ত্রীলোকটিকে উপহার হিসাবে আদমকে দিলেন। তিনি তাঁদেরকে স্বামী ও স্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করলেন। *“ঈশ্বর তাঁর নিজের তৈরী সব কিছু দেখলেন। সেগুলো সত্যিই **খুব চমৎকার** হয়েছিল।... তখন আদম এবং তাঁর স্ত্রী উলংগ থাকতেন, কিন্তু তাতে তাঁদের **কোন লজ্জাবোধ ছিল না**”* (আদিপুস্তক ১:৩১; ২:২৫)। একটি নিখুঁত জগতের কথা কল্পনা করুন। কল্পনা করুন সেখানে নিখুঁত একটি দম্পতি তাঁদের নিখুঁত সৃষ্টিকর্তার সাথে বসবাস করছিল। সৃষ্টির শুরুতে সবকিছু এরকম নিখুঁতই ছিল। কিন্তু **কি এমন সমস্যা হয়েছিল?**

একদিন আদম ও হবা সেই নিষেধ-করা গাছের কাছাকাছি ছিলেন। তখন শয়তান সাপের রূপ ধরে সেখানে আসল। শয়তান হবাকে গিয়ে বলল, *“**ঈশ্বর কি সত্যি তোমাদের বলেছেন** যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?”* শয়তান চেয়েছিল যেন তাঁরা ঈশ্বরের বাক্যে সন্দেহ করে, তাই স্ত্রীলোকটিকে বলেছিল, ***“কখনও না, কিছুতেই তোমরা মরবে না****। ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তাতে ভাল-মন্দের জ্ঞান পেয়ে তোমরা ঈশ্বরের মতই হয়ে উঠবে”* (আদিপুস্তক ৩:১,৪,৫)। দেখুন কিভাবে শয়তান মিথ্যার সাথে সত্য মিশিয়েছে। আরবীয় একটি প্রবাদ বাক্য বলে: “সাবধান: কিছু কিছু মিথ্যাবাদী সত্য কথা বলে!” সেই মহা প্রতারক *“তুমি অবশ্যই মরবে না”* বলে মিথ্যা বলেছে, আবার *“তুমি ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে জানতে পারবে”* বলে সত্য বলেছে। কিন্তু সে আদম ও হবার কাছে তাঁদের পাপের ভয়ানক পরিণতির কথা উল্লেখ করে নি।

---

* শয়তান (নামের অর্থ *প্রতিপক্ষ*) আগে একজন স্বর্গদূত ছিল। সে কিছু স্বর্গদূতদের দিয়ে ঈশ্বরের পরিবর্তে তার নিজের উপাসনা করানোর চেষ্টা করেছিল। তারপরে তাকে স্বর্গ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। শয়তানের এই বিদ্রোহে যোগদানকারী দূতদের বলা হয় *মন্দ-আত্মা*।

পাপ ও লজ্জা

ঈশ্বরের কথা শুনবে নাকি শয়তানের কথা শুনবে, তা বেছে নেওয়ার মুহূর্ত আদম ও হবার জীবনে এসেছিল। তাঁরা শয়তানের বাধ্য হওয়াকে বেছে নিয়েছেন। হবা সেই নিষেধ-করা গাছের ফলটি খেয়েছেন। *আদমও সেই ফলটি **খেয়েছেন***।

*“এতে **তখনই** তাঁদের দু'জনের চোখ খুলে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা উলংগ অবস্থায় আছেন। **তখন তাঁরা কতগুলো ডুমুরের পাতা একসংগে জুড়ে নিয়ে নিজেদের জন্য খাটো ঘাগ্‌রা তৈরী করে নিলেন**। যখন সন্ধ্যার বাতাস বইতে শুরু করল তখন তাঁরা সদাপ্রভু ঈশ্বরের গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন।*

*তিনি বাগানের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন। তখন আদম ও তাঁর স্ত্রী বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকালেন যাতে সদাপ্রভু ঈশ্বরের সামনে তাঁদের পড়তে না হয়। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডেকে বললেন, **‘তুমি কোথায়?’** তিনি বললেন, ‘বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু আমি উলংগ, তাই **ভয়ে লুকিয়ে** আছি’”* (আদিপুস্তক ৩:৭-১০)।

কেন এই লজ্জা ছিল এবং কেন তাঁরা লুকিয়েছিলেন?

তাঁরা পাপ করেছিলেন।

স্রষ্টার সাথে তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের পুর্বপুরুষদের দৈহিক মৃত্যু না হলেও আত্মার দিক দিয়ে তাঁদের **মৃত্যু** হয়েছিল।

পবিত্র ঈশ্বর

পাপ করার পুর্বে আদম ও হবার চারপাশে ছিল ঈশ্বরের নিখুঁততা ও গৌরব। তাঁদের স্রষ্টার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে তাঁদের ভীষণ **ভাল লাগত**। তাঁদের সাথে ঘুরে বেড়ানো ও কথা বলার জন্য তাঁদের স্রষ্টা বাগানে আসতেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা তাঁর আদেশ অমান্য করলেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁরা আর তাঁর উপস্থিতিতে **স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল না**--এর কারণ কেবল তাঁদের শারীরিক উলংগতাই ছিল না, কিন্তু তাঁরা আত্মার দিক দিয়েও উলংগ ছিল।

পাপ করার পুর্বে আদম ও হবা **ঈশ্বর সম্বন্ধে** জানতেন এবং *“তাঁদের কোন লজ্জাবোধ ছিল না”* (আদিপুস্তক ২:২৫)। কিন্তু এখন তাঁরা তাঁদের **নিজেদের সম্বন্ধে** জানতে পারলেন এবং ঈশ্বরের সামনে নিজেদেরকে অশুচি মনে করলেন।

আদম ও হবা তাঁদের **পবিত্র** সৃষ্টিকর্তার বিপরীত হয়ে গেলেন। অর্থাৎ এখন তাঁরা **অপবিত্র** হয়ে গেলেন। তাঁরা এখন আর ঈশ্বরের উপস্থিতির পবিত্রতা ও আলোতে থাকতে চাইলেন না। তেলাপোকার উপর আলো পড়লে যেমন সেগুলো নিজেদের ঢাকতে চেষ্টা করে, সেভাবে তাঁরা এখন *“আলোর পরিবর্তে অন্ধকারকে ভালবাসল, কারণ তাঁরা মন্দ কাজ করেছে”* (যোহন ৩:১৯)।

নিখুঁত, খাঁটি ও পবিত্র ঈশ্বর পাপ সহ্য করতে পারেন না। আর আদম ও হবা তা জানতেন। আপনিও কি এই কথাটি জানেন?

আপনার বাড়ীতে কোন মরা কুকুর পড়ে থাকলে সেটিকে দেখতে যেমন আপনার ঘৃণা ও বিরক্তি লাগে, একইভাবে ঈশ্বরের কাছে আপনার পাপ বিরক্তিকর ও ঘৃণাজনক। *“সর্বক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভু **পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র**”* (যিশাইয় ৬:৩)।

অসহায় পাপীগণ

আমাদের পূর্বপুরুষেরা পাপ করার সংগে সংগে ভাঙ্গা গাছের ডালের মত হয়ে গেলেন। তাঁদের জীবনদানকারী *ঈশ্বরের* কাছ থেকে তাঁরা *আলাদা হয়ে* গেলেন। ডালের মত *তাঁদের দেহ মরতে শুরু করল*। সদাপ্রভু ঈশ্বর যদি তাঁদের উদ্ধার না করতেন, তাহলে তাঁরা *ঈশ্বরের কাছ থেকে চিরকালের জন্য আলাদা* হয়ে গিয়ে *"আগুনের হ্রদের"* মুখে পড়তেন (প্রকাশিত বাক্য ২০:১৪,১৫)। যেখানে পাপের কারণে কলুষিত প্রাণগুলো চিরকালের জন্য বন্দী থাকবে, সেখান থেকে তাঁদের রক্ষা পাওয়ার আর কোন আশাই থাকত না। একারণে তাঁরা **অসহায় পাপী** হয়ে থাকত। কিন্তু পরে আরও খারাপ সংবাদও আছে।

যেহেতু আদম ছিলেন মানবজাতির প্রধান, তাই তাঁর পাপের প্রভাব তাঁর মধ্য দিয়ে আসা **সব লোকদের উপর পড়বে**। ঠিক যেভাবে ভাঙ্গা ডালের প্রত্যেকটি পল্লব ও পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ঠিক সেভাবে আদমের পরিবারের সকল সদস্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আমরা সকলে পাপ করি এবং আমরা সকলে মারা যাই।

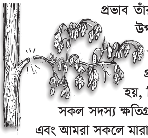

একটি মানুষের মধ্য *দিয়ে পাপ জগতে এসেছিল ও সেই পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল।* ***সব মানুষ পাপ*** *করেছে বলে এইভাবে* ***সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে*** *(রোমীয় ৫:১২)।*

ক্যান্সার, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্রতা বা পারমাণবিক বোমা নয়, কিন্তু **পাপই** আমাদের এই গ্রহের সবচেয়ে বেশী ধ্বংসাত্মক শক্তি এবং এই দুর্যোগের প্রভাব সবচেয়ে বেশী দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

অভিশাপ ও পরিকল্পনা

পাপের ফলে **অভিশাপ** নেমে এসেছিল। তাই আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষগণ এবং তাঁদের মধ্য দিয়ে আসা বংশধরেরা এখন কষ্ট, ব্যথা, কাঁটা, দুর্ভিক্ষ, রোগ-বালা, বার্ধক্য এবং মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

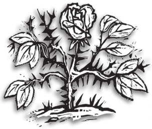

এই ধরনের দুর্দশাতে আমরা বেশীর ভাগ লোক এতটাই অভ্যস্ত যে, আমরা এই দুর্দশাকে "জীবনের স্বাভাবিক অংশ" বলে গ্রহণ করি। কিন্তু শিশু জন্মের মধ্যে ব্যথা থাকাটি কি স্বাভাবিক ব্যাপার? নাকি সুগন্ধি গোলাপ ঝাড়ের মধ্যে কাঁটা থাকাটা স্বাভাবিক? আবার ঈশ্বরের মত সৃষ্ট লোকদের কি মৃত্যু ও বিচারের মুখোমুখি হওয়াটা স্বাভাবিক? এই ধরনের বিচার ও মৃত্যু জগতে থাকাটা স্বাভাবিক নয়, যদিও একজন স্বাস্থ্যবান লোকের দেহে ক্যান্সারের কোষ থাকাটা স্বাভাবিক।

কিন্তু সুসংবাদের বিষয় হল সৃষ্টির শুরু থেকেই আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে মুক্তির একটি পরিকল্পনা ছিল। যেদিন পাপ মানবজাতিকে কলুষিত করেছিল, সেই দিন আদম ও হবা ঈশ্বরের পরিকল্পনা কিছুটা দেখতে পেয়েছেন। **সদাপ্রভু** তাঁর উপযুক্ত সময়ে পৃথিবীতে একজন **উদ্ধারকর্তা** পাঠাবেন। সেই উদ্ধারকর্তা হবেন *স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশধর* (আদিপুস্তক ৩:১৫)। সেই উদ্ধারকর্তা আদম ও হবা এবং তাঁদের বংশধরদের জন্য একটি পথ তৈরী করবেন যাতে তারা শয়তান, পাপ, মৃত্যু ও নরকের হাত থেকে মুক্ত হতে পারে। এই উদ্ধারকর্তাকে বলা হবে ***মশীহ,*** অর্থাৎ *ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি*।

প্রথম উৎসর্গ

পরবর্তীতে ঈশ্বর তাঁর করুণা ও ন্যায়বিচার দেখালেন। যারা এই মাত্র তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছে এবং বিদ্রোহ করেছে, তাঁদের জন্য তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেন।

"আদম ও তাঁর স্ত্রীর জন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর ***পশুর চামড়ার পোশাক তৈরী করে তাঁদের পরিয়ে দিলেন"*** (আদিপুস্তক ৩:২১)।

আদম ও হবা ডুমুর গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকলেন যাতে তাঁরা তাঁদের পাপ ও লজ্জা লুকিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আদম ও হবার এই চেষ্টাকে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি একটা পশু হত্যা করে তার চামড়া দিয়ে আদম ও হবাকে ঢেকে দিলেন।

দুঃখের বিষয় হল আদম ও হবার পাপের জন্য একটি নিষ্পাপ পশুকে মরতে হল। এর দ্বারা *পাপ ও মৃত্যুর নিয়মের* হাত থেকে পাপীদেরকে মুক্ত করার জন্য তাঁর যে পরিকল্পনা, তার একটি ছবি ঈশ্বর দেখাচ্ছিলেন। পশু উৎসর্গ থেকে ঝরা রক্ত ছিল মানুষের **পাপ** *পরিষ্কার* করার জন্য যা দরকার, তার চিহ্ন। পশুর চামড়া ছিল মানুষের **লজ্জা** ঢাকার জন্য যা প্রয়োজন, তার চিহ্ন। ঈশ্বর স্থায়ী বিকল্প না দেওয়া পর্যন্ত সেই সময় থেকে কোন ভেড়ার বাচ্চা বা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য পশুকে অস্থায়ী বিকল্প হিসাবে অবশ্যই মরতে হত।

পাপীদের উপাসনা

এই দয়া (*যা পাওয়ার যোগ্য আমরা নই*) প্রদর্শনের পরে ঈশ্বর আদম ও হবাকে সেই নিখুঁত বাগান থেকে বের করে দিয়ে এই পাপপূর্ণ অভিশপ্ত জগতে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের পাপই তাঁদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছিল। আমাদের প্রথম পিতামাতার একটি মারাত্মক সমস্যা ছিল। আমাদেরও সেই একই সমস্যা আছে।

এরপর হবা পৃথিবীর প্রথম শিশুর, অর্থাৎ কয়িনের জন্ম দিলেন। এরপরে জন্ম হল কয়িনের ভাই হেবলের। এই দু'জন ছেলেই তাদের মা-বাবার পাপ-স্বভাব পেল। একটি প্রবাদ-বাক্যে আছে:

- "ইঁদুর এমন কোন বাচ্চা ইঁদুরের জন্ম দেয় না, যে ইঁদুর মাটি খুঁড়তে পারে না।"
- "পাপ তার বাপকেও ছাড়ে না।"

যুব বয়সে কয়িন ও হেবল উভয়ে তাদের সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁদেরকে যদি তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখতেই হয়, তাহলে সেই সম্পর্ক অবশ্যই তাঁর নিয়ম অনুসারে হতে হবে: "মোশির আইন-কানুন মতে প্রায় প্রত্যেক জিনিসই *রক্তের দ্বারা শুচি করা হয়* এবং রক্তপাত না হলে *পাপের ক্ষমা হয় না*" (ইব্রীয় ৯:২২)।

কয়িন তাঁর নিজের মত করে **ঈশ্বরের সামনে** এসেছিল। সে পরিশ্রম করে যেসব শাক-সব্জি ফলিয়েছিল, সেগুলো থেকে কিছু শাক-সব্জি নিয়ে সে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেছিল। বর্তমানে যারা ধর্ম-কর্ম ও বিভিন্ন ভাল কাজ দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন

- মানুষের পাপের জন্য ঈশ্বর **প্রথম উৎসর্গটির** ব্যবস্থা করেছিলেন।
- মানুষের পাপের জন্য ঈশ্বর আবার **শেষ উৎসর্গটির**ও ব্যবস্থা করবেন।

করার চেষ্টা করে, কয়িন সেসব লোকের ছবি। তারা ভুলে যায় পাপের দাবী মৃত্যু, নিজের চেষ্টা নয়। ঈশ্বর কয়িনের উৎসর্গ গ্রহণ করেন নি। অন্যদিকে ঈশ্বর যেভাবে চেয়েছেন, সেভাবে বিশ্বাসের দ্বারা হেবল **ঈশ্বরের সামনে** এসেছেন। যে মূল্য *মৃত্যু* দ্বারা পরিশোধ করা হয়, হেবল সেরকম একটি মূল্য, অর্থাৎ একটি ভেড়ার বাচ্চা উৎসর্গ করে তার রক্ত এনেছেন।

গ্রহণযোগ্য বিকল্প

কল্পনা করুন, হেবল একটি ভেড়ার বাচ্চার মাথার উপরে হাত রেখে সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। যদিও হেবলের মারা যাওয়ার ও সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে চিরকালের জন্য আলাদা হওয়ার কথা, কিন্তু ঈশ্বর তার বিকল্প হিসাবে ভেড়ার বাচ্চাটিকে গ্রহণ করবেন। ভেড়ার বাচ্চাটির কোন পাপের ঋণ ছিল না। কিন্তু তার জায়গায় ভেড়ার বাচ্চাটির মৃত্যু হল।

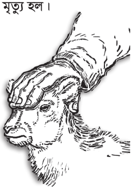

হেবল **পাপ ও মৃত্যুর** নিয়মটি মেনে চলেছেন। এজন্য *"... সদাপ্রভু হেবল ও তার উৎসর্গ গ্রাহ্য করলেন, কিন্তু কয়িন ও তার উৎসর্গ গ্রাহ্য করলেন না।..."* (আদিপুস্তক ৪:৪-৫)।

সঠিক উপায়ে ঈশ্বরের সামনে না আসলেও ঈশ্বর কিন্তু কয়িনকে ভালবাসতেন এবং তাকে *অনুতাপ করতে* বলেছেন। এছাড়া যেভাবে ঈশ্বরের ক্ষমা ও নির্দোষিতা পাওয়া যায়, সেই রকম ভাবে সমর্পিত হতে বলেছেন। কিন্তু কয়িন তার পাপের জন্য ভেড়ার বাচ্চার রক্ত উপহার দিতে চায় নি। বরং রাগ ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে সে হেবলকে খুন করল এবং ঈশ্বরের দিক থেকে ফিরে গেল।

পবিত্র শাস্ত্র বলে আদম ও হবার *"আরও ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছিল"* (আদিপুস্তক ৫:৪)। তাদের কেউ কেউ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করা ও তাঁর বাধ্য হওয়ার পথ বেছে নিল, কিন্তু বেশীর ভাগই কয়িনের পথ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিল।

ঈশ্বর এবং তাঁর পরিকল্পনার উপর বিশ্বাস

আদমের পরে ১০টি বংশ পার হল। এরপরে মানুষের বিষয়ে ঈশ্বর দুঃখ করে এই কথা বললেন: "তার (মানুষের) অন্তরের সব চিন্তা-ভাবনা *সব সময়ই কেবল মন্দের দিকে ঝুঁকে আছে"* (আদিপুস্তক ৬:৫)। অনেক ধৈর্য ধরার পরে তিনি সারা পৃথিবী ব্যাপী বড় একটি বন্যা দিয়ে এই মন্দতার বিচার করলেন। সেই বন্যার হাত থেকে কেবল আমাদের পূর্বপুরুষ নোহ ও তাঁর পরিবার রক্ষা পেল। নোহ সদাপ্রভু ও তাঁর পরিকল্পনার উপরে বিশ্বাস করতেন। এছাড়াও ঈশ্বর প্রত্যেক জাতের পশু থেকে এক জোড়া এবং পাপ-উৎসর্গের জন্য উপযুক্ত পশুদের সাতজোড়া করে রক্ষা করলেন। বন্যা শেষে নোহ প্রথমে কোন্ কাজটি করলেন? *"নোহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে একটা বেদী তৈরী করলেন এবং প্রত্যেক জাতের শুচি পশু ও পাখী থেকে কয়েকটা নিয়ে সেই বেদীর উপরে পোড়ানো-উৎসর্গের অনুষ্ঠান করলেন"* (আদিপুস্তক ৮:২০)।

সবকিছু আবার নতুন করে শুরু হলেও লোকেরা শীঘ্রই তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে সরে গেল। নোহের ১০ বংশ পরে ঈশ্বর অব্রাহাম নামে আরেকজন লোককে আহ্বান করলেন। তিনি অব্রাহামকে তাঁর বাবার বাড়ী ও ধর্ম ত্যাগ করে কেবলমাত্র তাঁর উপরেই বিশ্বাস করতে বললেন। শাস্ত্র বলে: *"'অব্রাহাম **ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস** করলেন আর সেইজন্য **ঈশ্বর তাকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করলেন**।' সেইজন্য তাঁকে ঈশ্বরের বন্ধু বলে ডাকা হয়েছিল"* (যাকোব ২:২৩; আদিপুস্তক ১৫:৬)। কেন ঈশ্বর অব্রাহামকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন? কারণ সদাপ্রভু ও তাঁর বাক্যের উপরে অব্রাহাম বিশ্বাস করেছেন।

ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন, *"তোমার মধ্য থেকে আমি **একটি মহা জাতি** সৃষ্টি করব।... **তোমার মধ্য দিয়েই পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি আশীর্বাদ পাবে"*** (আদিপুস্তক ১২:২,৩)। ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন। বিভিন্ন নবী, পবিত্র শাস্ত্র ও মশীহ সকলে আমাদের কাছে সেই জাতির মধ্য দিয়ে এসেছেন।

অব্রাহামের ভবিষ্যদ্বাণী

অব্রাহামের খুব বুড়ো বয়সে সদাপ্রভু তাঁকে একটি কঠিন পরীক্ষা দিলেন। তিনি তাঁকে একটি পাহাড়ে গিয়ে একটি বেদী বানাতে এবং তার উপর নিজের ছেলেকে উৎসর্গ করতে বললেন! অব্রাহাম জানতেন ঈশ্বর ন্যায়বান, মঙ্গলময় এবং বিশ্বাসযোগ্য। তাই তিনি ঈশ্বরের কথার বাধ্য হলেন।

তিনদিন পরে বাবা ও ছেলে পাহাড়ের দিকে উঠার সময়

দশ আজ্ঞা

অব্রাহামের কাছে করা তাঁর প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর রেখেছেন। তিনি অব্রাহামের বংশধরদের *"একটি মহাজাতি"* করলেন। সেই জাতি সংখ্যা বা *আকৃতি* নয়, কিন্তু *গুরুত্বের* দিক দিয়ে বড় হল। ঈশ্বর এই জাতিকে ব্যবহার করে শিক্ষা দিতে চাইলেন তিনি কেমন এবং কিভাবে তিনি পাপীদের গ্রহণ করতে পারেন। ভাববাদী মোশির সময়ে ঈশ্বর দশটি আজ্ঞা দিয়ে (যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায়)

অব্রাহামের ছেলে যুক্তিপূর্ণ একটি প্রশ্ন করলেনঃ *"'পোড়ানো-উৎসর্গের জন্য কাঠ আর আগুন রয়েছে দেখছি, কিন্তু **ভেড়ার বাচ্চা কোথায়?**' অব্রাহাম বললেন, 'বাবা, পোড়ানো-উৎসর্গের জন্য **ঈশ্বর নিজেই ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দেবেন**'"* (আদিপুস্তক ২২:৭-৮)।

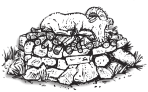

হয়ত এই গল্পটি আপনার জানা আছে। ঈশ্বর এই ঘটনায় মধ্যস্থতা করলেন এবং একটি ভেড়া [***"ভেড়ার বাচ্চা"*** নয়] যুগিয়ে দিলেন। *"তখন অব্রাহাম গিয়ে ভেড়াটা নিলেন এবং **ছেলের বদলে** সেই ভেড়াটাই তিনি পোড়ানো-উৎসর্গের অনুষ্ঠানে ব্যবহার করলেন। তিনি সেই জায়গাটার নাম দিলেন যিহোবা-যিরি [যার মানে 'সদাপ্রভু যোগান']"* (আদিপুস্তক ২২:১৩,১৪)। খেয়াল করুন, এই পদে সেই পাহাড়ের নাম 'সদাপ্রভু যুগিয়ে দিয়েছেন' নয়, বরং ***'সদাপ্রভু যোগান'***। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি অব্রাহাম এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনের বিষয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন, যখন মশীহ, অর্থাৎ ***"ঈশ্বরের মেষ-শিশু"*** পাপের জন্য চূড়ান্ত উৎসর্গ হিসাবে একই পাহাড়ের উপরে রক্ত দেবেন। তিনি কেবল একজন মানুষকে মুক্ত করার জন্য তাঁর রক্ত দেবেন না, বরং পুরো জগতের সব লোকদের জন্য সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত মুক্তিপণ হিসাবে দেবেন যেন *"**যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে** সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়"* (যোহন ১:২৯; ৩:১৬)।

ঘোষণা করেছেন, *"সেই লোক অভিশপ্ত, যে এই আইন-কানুনের কথাগুলো পালন করে না"* (দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:২৬)।

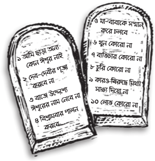
১ আমি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নাই
২ দেব-দেবীর পূজা করবে না
৩ বাজে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নাম নেবে না
৪ বিশ্রামবার পালন করবে
৫ মা-বাবাকে সম্মান করে চলবে
৬ খুন কোরো না
৭ ব্যভিচার কোরো না
৮ চুরি কোরো না
৯ কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না
১০ লোভ কোরো না

পাপ মানুষকে ঈশ্বর থেকে আলাদা করে দেয়। পবিত্র সদাপ্রভু চান এমন বাধ্যতা, যা নিখুঁত ও যা ব্যর্থ হয় না।

*"যে লোক সমস্ত আইন-কানুন পালন করেও **মাত্র একটা বিষয়ে** পাপ করে সে সমস্ত আইন-কানুন অমান্য করেছে বলতে হবে" (যাকোব ২:১০)।*

আপনি নিজেকে যত ভালই মনে করুন না কেন, আপনি কখনও ঈশ্বরের সঠিক মানদণ্ড অনুসারে জীবনযাপন করতে পারবেন না। একটা আয়নার কথা ধরুন। আয়নার কাজ আপনার মুখের ময়লা দেখিয়ে দেওয়া, কিন্তু এটা ময়লা দূর করতে পারে না। একইভাবে ঈশ্বরের আইন-কানুন আপনার অন্তরের পাপ প্রকাশ করে, কিন্তু সেই পাপ দূর করতে পারে না। দশ আজ্ঞা কেবল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমরা **অসহায় পাপী**, আর আমাদের একজন **উদ্ধারকর্তা** দরকার।

উৎসর্গের নিয়ম

যেহেতু পুরো জাতি তাঁর আইন-কানুন ভঙ্গের দোষে দোষী, তাই ঈশ্বর মোশিকে আদেশ দিয়েছেন, *"তোমরা... একটা বেদী তৈরী করবে, আর তার উপর তোমাদের পোড়ানো-উৎসর্গ... করবে" (যাত্রাপুস্তক ২০:২৪)।* কেবল ***উৎসর্গের নিয়মটির পক্ষে পাপ ও মৃত্যুর নিয়মকে*** বাতিল করা সম্ভব ছিল। একটি খুঁতহীন পশু উৎসর্গের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর পাপীকে শাস্তি না দিয়ে বরং পাপের শাস্তি দিতেন। উপাসকদেরকে একটি স্বাস্থ্যবান ষাঁড়, ছাগল, ভেড়ার বাচ্চা বা পাখী বেছে নিতে হত। সেই পশুটির মাথার উপর হাত রাখার দ্বারা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও করুণা প্রদর্শনের উপায়ের উপর তারা তাদের বিশ্বাস দেখাত। তাদের জায়গায় যে পশুটিকে মারা হয়েছে, তাদের পাপগুলো ঈশ্বরের সামনে সেই পশুটির কাছে চলে যেত।

*"**রক্তেই থাকে প্রাণীর প্রাণ**। সেজন্যই তোমাদের প্রাণের বদলে আমি তা দিয়ে বেদীর উপরে তোমাদের **পাপ ঢাকা দেবার** ব্যবস্থা দিয়েছি। **রক্তের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই তা পাপ ঢাকা দেয়**"* (লেবীয় ১৭:১১)।

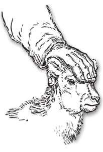

প্রায়শ্চিত্ত অর্থ *ঢাকনী*। একটি খুঁতহীন পশুর রক্ত পাপ *ঢাকা* দিতে পারত, কিন্তু সেই পাপ *দূর* করতে পারত না। *"ষাঁড় ও ছাগলের রক্ত কখনই পাপ দূর করতে পারে না"* (ইব্রীয় ১০:৪)। পশুদেরকে ঈশ্বরের মত করে তৈরী করা হয় নি। কেবল ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞাত, নিষ্পাপ *"ভেড়ার বাচ্চার"* (যিশাইয় ৫৩:৭) পক্ষেই মানুষের পাপের ঋণ চিরকালের জন্য দূর করা সম্ভব ছিল।

আরও ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ

ভাববাদী মোশির সময়ের পরে যিনি *"তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন"* (মথি ১:২১), ঈশ্বর সেই মশীহের আগমন কিভাবে হবে, তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য আরও অনেক ভাববাদীদের বেছে নিয়েছেন এবং তাঁদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এখানে এরকম কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হলঃ

*"একজন **কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে;** তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল" ['ইম্মানুয়েল' নামের অর্থ **'আমাদের সংগে ঈশ্বর'**] (যিশাইয় ৭:১৪)।* [৭০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে করা ভবিষ্যদ্বাণী]

*"কিন্তু, হে **বৈৎলেহম**-ইফ্রাথা, ... তোমার মধ্য থেকে আমার পক্ষে এমন একজন আসবেন যিনি হবেন ইস্রায়েলের শাসনকর্তা, **যাঁর শুরু পুরানো দিন থেকে, অনন্তকাল থেকে"** (মীখা ৫:২)।* [৭০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে করা ভবিষ্যদ্বাণী]

*"**তোমাদের ঈশ্বর আসবেন,...** তিনি এসে তোমাদের উদ্ধার করবেন।" তখন **অন্ধদের** চোখ খুলে যাবে, **বয়রাদের** কান বন্ধ থাকবে না। তখন **খোঁড়ারা** হরিণের মত লাফাবে, বোবাদের জিভ্ আনন্দে চিৎকার করবে" (যিশাইয় ৩৫:৪-৬)।* [৭০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে করা ভবিষ্যদ্বাণী]

*"আমার চারপাশে একদল দুষ্ট লোক ... **আমার হাত ও পা বিঁধেছে"** (গীতসংহিতা ২২:১৬)।* [১০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে করা ভবিষ্যদ্বাণী]

*"তিনি অত্যাচারিত হলেন ও কষ্ট ভোগ করলেন, কিন্তু তবুও তিনি মুখ খুললেন না; জবাই করতে নেওয়া ভেড়ার বাচ্চার মত, ... **তিনি মুখ খুললেন না"** (যিশাইয় ৫৩:৭,৫)।* [৭০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে করা ভবিষ্যদ্বাণী]

হাজার হাজার বছরের প্রস্তুতির পরে এই পৃথিবীতে মশীহকে পাঠানোর ব্যাপারে ঈশ্বরের সময় এসে গিয়েছিল। কিন্তু *কে হবে সেই মশীহ?* আর তাঁর আগমন *কিভাবে হবে?* ভাববাদীদের কথামত তিনি অব্রাহাম ও রাজা দায়ূদ উভয়ের বংশ থেকে একজন কুমারী মেয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। পাপীদের সেই উদ্ধারকর্তা এমন এক ভাবে গর্ভে আসবেন যাতে তিনি আদমের পাপ-স্বভাবের অধিকারী না হন। তিনি হবেন স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা অসাধারণ একজন বংশধর।

*“ঈশ্বর গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রামের মরিয়ম নামে একটি কুমারী মেয়ের কাছে গাব্রিয়েল দূতকে পাঠালেন। রাজা দায়ূদের বংশের যোষেফ নামে একজন লোকের সংগে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। ...স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, ‘মরিয়ম, ভয় কোরো না, কারণ ঈশ্বর তোমাকে খুব দয়া করেছেন। শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম **যীশু** রাখবে। তিনি মহান হবেন। **তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে**।’ তখন মরিয়ম স্বর্গদূতকে বললেন, ‘এ কেমন করে হবে? আমার তো বিয়ে হয় নি।’ স্বর্গদূত বললেন, **‘পবিত্র আত্মা** তোমার উপরে আসবেন এবং **মহান ঈশ্বরের শক্তির ছায়া তোমার উপরে পড়বে**। এইজন্য যে **পবিত্র সন্তান** জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে **ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে**।... **ঈশ্বরের কাছে অসম্ভব বলে কোন কিছুই নেই’”*** (লূক ১:২৬-৩৭)।

---

*পবিত্র বাইবেলের নূতন নিয়মে ঈশ্বর মথি, মার্ক, লূক ও যোহনকে অনুপ্রাণিত করেছেন যীশুর বিষয়ে সুসমাচার পুস্তক লেখার জন্য। সত্য ঈশ্বর সব সময় অসংখ্য সাক্ষীদের দ্বারা তাঁর সত্য নিশ্চিত করেছেন।

সেই মশীহের নাম ছিল ***যীশু***। এই নামের অর্থ *সদাপ্রভু উদ্ধার করেন*। আর তাঁর পদবী কি ছিল? আসুন, মরিয়মকে বলা স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের কথাগুলো আবার শুনি: *“এইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে **ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে**।”*

ঈশ্বর চান প্রত্যেক জাতির সব লোক বিশ্বাস করুক যীশু ***তাঁর পুত্র***। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক এই কথা বিশ্বাস করতে চায় না। অনেকে চিন্তা করে *“ঈশ্বরের পুত্র”* নামটি দ্বারা বুঝায় যে, ঈশ্বর মানুষের মত একজন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর একজন ছেলে হয়েছিল। কিন্তু পবিত্র বাইবেল কখনও এরকম শিক্ষা দেয় না।

১৯৮৪ সালে সেনেগাল দেশের এক নামকরা নাগরিক গাড়ী দুর্ঘটনায় মারা যায়। পত্রিকায় এই মুসলিম লোকটির প্রশংসা করে বলা হয়েছে: “সেনেগালের একজন বীর সন্তান”। এই কথাগুলো দ্বারা কি বুঝায় যে, সেনেগাল দেশটি একটি স্ত্রী গ্রহণ করেছে এবং একটি ছেলের জন্ম দিয়েছে? অবশ্যই না! দেশ কোন নারীকে বিয়ে করতে পারে না। আসলে এই ধরনের পদবী দিয়ে একজন নাগরিককে সম্মান দান করা হয়েছে। সেনেগালের লোকদের কাছে এই পদবীটা তেমন সমস্যার বিষয় ছিল না। তারা বুঝে “সেনেগালের সন্তান” কথাটির অর্থ কি। আবার তারা এও জানে এই কথাটির অর্থ কি *নয়*।

তদ্রূপ যখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মশীহকে ***তাঁর পুত্র*** বলে ডাকেন, তখন আমাদের জানা উচিত এর দ্বারা তিনি কি অর্থ করেছেন কিংবা কি অর্থ করেন নি। যেসব পদবী ও শব্দগুলোকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা বড় করে দেখেছেন, আসুন, আমরা সেগুলোকে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ না করি।

মনুষ্যপুত্র

পবিত্র শাস্ত্রে মশীহের ৩০০টিরও বেশী নাম ও পদবী রয়েছে। এসব নাম ও পদবী আমাদেরকে তিনি কে এবং তাঁর আগমনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। যেমন, তাঁর পদবী *“ঈশ্বরের পুত্র”* ব্যক্তি হিসাবে *তাঁর রাজকীয়তার* কথা ঘোষণা করে, যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। আবার তাঁকে *“মনুষ্যপুত্র”*ও বলা হয়। এই পদবীটি ব্যক্তি হিসাবে *তাঁর নম্রতার* কথা প্রকাশ করে, যিনি আমাদের এই পাপপূর্ণ সমাজে জন্মগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

*“**মনুষ্যপুত্র** সেবা পেতে আসেন নি বরং সেবা করতে এসেছেন এবং অনেক লোকের মুক্তির মূল্য হিসাবে তাদের প্রাণের পরিবর্তে নিজের প্রাণ দিতে এসেছেন।” ...কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয় তবে **তার চেয়ে বেশী ভালবাসা আর কারও নেই”*** (মার্ক ১০:৪৫; যোহন ১৫:১৩)।

আসলে *ঈশ্বরের পুত্র* হিসাবে তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বের উপরে একটি হাত রেখেছেন, আবার *মনুষ্যপুত্র* হিসাবে তিনি তাঁর মানবতার উপরে আরেকটি হাত রেখেছেন। *“ঈশ্বর মাত্র একজনই আছেন এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন*। সেই মধ্যস্থ হলেন মানুষ খ্রীষ্ট যীশু” (১ তীমথিয় ২:৫)। তিনি ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের দাবী পূরণ করেছেন, আবার মানুষের করুণা পাওয়ার প্রয়োজন পূরণ করেছেন।

খ্রীষ্টের মানুষ হওয়াটাকে যারা “ঈশ্বরের রাজকীয়তার নীচে নামা” হিসাবে চিন্তা করে, তারা তাঁর স্বভাব ও পরিকল্পনাকে অস্বীকার করছে। স্রষ্টা ঈশ্বর আদম ও হবার সাথে ঘুরে বেড়ানোর সময়টাকে “তাঁর রাজকীয়তার নীচে নামা” হিসাবে মনে করেন নি। আর এই স্রষ্টাই আমাদের পাপে পতিত পূর্বপুরুষদের মাঝে বাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন যেন তাদেরকে, অর্থাৎ আমাকে ও আপনাকে শয়তান, পাপ ও মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেন। ***“ঈশ্বর নিজেই ভালবাসা”*** (১ যোহন ৪:৮)।

উদ্ধারকর্তা

ভাববাদীদের কথামতই মশীহ বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু মরিয়ম তো নাসরতে বাস করতেন। ঈশ্বরের জন্য এটা কোন সমস্যা ছিল না। উপযুক্ত সময়ে রোমীয় সম্রাট একটি আদেশ জারি করলেন। তিনি চাইলেন সব লোকেরা যাতে লোক-গণনা উপলক্ষ্যে তাদের জন্মস্থানে ফিরে যায়। এইভাবে মরিয়ম ও যোষেফ দক্ষিণে বৈৎলেহমের দিকে যাত্রা করলেন।

*“সেখানে **তাঁর প্রথম ছেলের জন্ম** হল, আর তিনি ছেলেটিকে কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে রাখলেন, কারণ হোটেলে তাঁদের জন্য কোন জায়গা ছিল না।*

*বৈৎলেহমের কাছে মাঠের মধ্যে রাতের বেলা রাখালেরা তাদের ভেড়ার পাল পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় প্রভুর একজন দূত হঠাৎ তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তখন প্রভুর মহিমা তাদের চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। এতে রাখালেরা খুব ভয় পেল। স্বর্গদূত তাদের বললেন, ‘ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি। **এই আনন্দ সব লোকেরই জন্য**। আজ দায়ূদের গ্রামে **তোমাদের উদ্ধারকর্তা জন্মেছেন। তিনিই মশীহ, তিনিই প্রভু**।’ এই সময় সেই স্বর্গদূতের সংগে হঠাৎ সেখানে আরও অনেক স্বর্গদূতকে দেখা গেল। তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, ‘স্বর্গে ঈশ্বরের গৌরব হোক, পৃথিবীতে যাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট তাদের শান্তি হোক’”* (লূক ২:৭-১১,১৩,১৪)।

সেই বাক্য

বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ

যাঁর জন্মের কথা স্বর্গদূতেরা ঘোষণা করেছিলেন, সেই ছেলে শিশুটি কে? আবারও রাখালদের কাছে বলা স্বর্গদূতের কথাগুলো শুনুন: ***"তিনিই মশীহ!"****

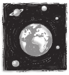

*"প্রথমেই বাক্য*** ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সংগে ছিলেন এবং **বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন**। আর প্রথমেই তিনি ঈশ্বরের সংগে ছিলেন। সব কিছুই সেই বাক্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল,... তাঁর মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের আলো। সেই আলো অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে কিন্তু অন্ধকার আলোকে জয় করতে পারে নি। **... সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ** করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি দয়া ও সত্যে পূর্ণ"* (যোহন ১:১-৫,১৪)।

মানুষ পিতার সাহায্য ছাড়া এই পৃথিবীতে এই পর্যন্ত কেবল একজন মাত্র ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করেছেন। আর সেই ব্যক্তিটি ছিলেন ***সেই বাক্য,*** যাঁর দ্বারা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনিই সেই *স্ত্রীলোকের বংশধর,* যাঁর কথা মানুষের মধ্যে পাপ প্রবেশের দিনেই ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহন বলেছেন, তিনিই ***"ঈশ্বরের মেষ-শিশু,*** যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন" (যোহন ১:২৯)।

---

*মশীহকে গ্রীক ভাষায় বলা হয় খ্রীষ্ট, যার অর্থ যাঁকে মনোনীত করা হয়েছে। আর 'প্রভু' অর্থ সদাপ্রভু!

**বাইবেল ছাড়াও অন্য গ্রন্থেও (যেমন, কোরআনে) যীশুকে বলা হয়েছে ঈশ্বরের বাক্য (আরবীতে, কলিমুল্লাহ্; সূরা ৩:৪৫; ৪:১৭১), এটা এই পদবীটিকে একটি ভিন্ন অর্থ দিয়েছে। এছাড়াও কোরআনে যীশুকে মশীহ ও ঈশ্বরের আত্মা বলা হয়েছে (সূরা ৪:১৭১)।

শয়তান আদমকে পরীক্ষা করেছিল। একইভাবে শয়তান যীশুকে দিয়েও পাপ করাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আদমের মত যীশু শয়তানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন নি।

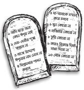

শিশুকাল থেকে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রভু যীশু সব দিক দিয়ে দশ আজ্ঞা এবং ঈশ্বরের সব নিয়মগুলো নিখুঁতভাবে মেনে চলেছেন। *"কারণ আমাদের মত করে তিনিও সব দিক থেকেই পাপের পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন অথচ **পাপ করেন নি**"* (ইব্রীয় ৪:১৫)। তিনি কোন পাপ করেন নি বিধায় মৃত্যু তাঁর পাওনা ছিল না। কিন্তু মৃত্যু বরণ করার জন্যই তিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন।

৩০ বছর বয়সে যীশু নাসরত গ্রামের বাইরে ভ্রমণ শুরু করলেন। পুরুষ ও মহিলাদের কাছে গিয়ে তিনি শিক্ষা দিতেন, প্রচার করতেন ও তাদের তাঁর শিষ্য হতে আহ্বান করতেন। তিনি ভূত ছাড়াতেন, মরা মানুষকে জীবিত করতেন, বয়রাদের কানে শুনবার আর অন্ধদের দেখবার শক্তি দিতেন। যীশু এসব আশ্চর্য কাজ করতেন যাতে লোকেরা জানতে পারে তিনি কে এবং তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারে। ছোট্ট একটি ছেলের দুপুরের খাবার দিয়ে ঈশ্বর ছাড়া আর কে ৫ হাজার ক্ষুধার্ত লোককে খাওয়াতে পারেন? কিন্তু যীশু তা করেছেন। ঈশ্বর ছাড়া আর কে ঝড় থামাতে পারেন? যীশু ঝড়ও শান্ত করেছেন।

যীশু সব ধরনের রোগীদের রোগ সুস্থ করেছেন। তিনি কোন ঔষধ বা যাদুর সাহায্যে সেই কাজ করেন নি। তিনি কেবল মুখ দিয়ে বললেন, আর লোকেরা সুস্থ হয়ে গেল। যেহেতু তিনিই *সেই বাক্য,* যাঁর দ্বারা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল, তাই প্রকৃতির সব কিছুই তাঁর ক্ষমতার অধীনে ছিল। কিন্তু মানুষের দৈহিক সমস্যাগুলো সমাধান করাই মশীহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ঈশ্বরের সাথে মানুষের সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করানোই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

লোকেরা *তখন বিছানায় পড়ে থাকা একজন অবশ-রোগীকে তাঁর কাছে আনল। সেই লোকদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই রোগীকে বললেন, **"সাহস কর। তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।"** এতে কয়েকজন ধর্ম-শিক্ষক মনে মনে বলতে লাগলেন, "এই লোকটা ঈশ্বরকে অপমান করছে।" যীশু **তাঁদের মনের চিন্তা জেনে** বললেন, "আপনারা মনে মনে মন্দ চিন্তা করছেন কেন? কোন্‌টা বলা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হল,' না 'তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও'? **আপনারা যেন জানতে পারেন এই পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করবার ক্ষমতা মনুষ্যপুত্রের আছে"**–এই পর্যন্ত বলে তিনি সেই অবশ-রোগীকে বললেন, **"ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে বাড়ী যাও।" তখন সে উঠে তার বাড়ীতে চলে গেল।** লোকে এই ঘটনা দেখে ভয় পেল, আর ঈশ্বর মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন বলে ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগল* (মথি ৯:২-৮)।

যীশুর মত আর কেউই কখনও কথা বলেন নি। যেমন, তিনি শিক্ষা দিতেন, ***"আমিই** পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না"* (যোহন ১৪:৬)। যেসব ধর্মীয় নেতা বলত "এটা কর, ওটা কোরো না! এসব নিয়ম-কানুন মেনে চল। এটাই পথ", যীশু তাদের চেয়ে ভিন্ন। একমাত্র যীশুই বলতে পারতেন, ***"আমিই*** পথ" এবং ***"আমিই** পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে সে মরলেও জীবিত হবে"* (যোহন ১১:২৫)। তিনি চার দিন আগে মারা যাওয়া একজন মানুষকে জীবিত করলেন (যোহন ১১:২৫)। তাঁর কাজগুলো প্রমাণ করেছে তিনি যেসব কথা বলেছেন, সেই কথাগুলো সত্য।

যীশু আবার লোকদের বললেন, ***"আমিই জগতের আলো**। যে আমার পথে চলে সে কখনও অন্ধকারে পা ফেলবে না, বরং জীবনের আলো পাবে"* (যোহন ৮:১২)।

ভাববাদীরা ছিলেন চাঁদের মত। তাঁরা এই অন্ধকার জগতে একটু একটু করে ঈশ্বরের আলো প্রকাশ করতেন। কিন্তু ভাববাদীদের বলা পবিত্র কথাগুলোতে মশীহকে বলা হয়েছে *"ন্যায়ের **সূর্য**"* এবং পুরোহিত সখরিয় বলেছেন, *"উঠন্ত **সূর্য**"* (মালাখি ৪:২; লূক ১:৭৮)। যীশুই *"জগতের **আলো**"*, একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই আলো ও জীবন আসে। সৃষ্টির প্রথম দিনে অন্ধকার দুরকারী একই মহিমা যীশুর মধ্যে লুকায়িত ছিল! তিনি পাপের অন্ধকার দুর করার জন্য এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছেন।

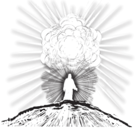

যীশু নিজের ইচ্ছায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করার কিছু দিন আগে তিনজন সাক্ষীকে বেছে নিলেন। *"যীশু কেবল পিতর, যাকোব এবং যাকোবের ভাই যোহনকে সংগে নিয়ে একটা উঁচু পাহাড়ে গেলেন। তাঁদের সামনে যীশুর চেহারা বদলে গেল। তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং তাঁর কাপড় আলোর মত সাদা হয়ে গেল। তাঁরা মোশি এবং এলিয়কে (ভাববাদীদেরকে) যীশুর সংগে কথা বলতে দেখলেন। পিতর যখন কথা বলছিলেন তখন একটা উজ্জ্বল মেঘ তাঁদের ঢেকে ফেলল। সেই মেঘ থেকে এই কথা শোনা গেল, **"ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এঁর কথা শোন"*** (মথি ১৭:১-২,৫)।

মেষ-শিশু

যীশু সেই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ঠিক ঠিক জানতেন:
কখন তিনি মারা যাবেন,
কোথায় তিনি মারা যাবেন,
কিভাবে তিনি মারা যাবেন,
আর কেন তিনি মারা যাবেন।

জগতের লোকদের পাপের জন্য কষ্টভোগ ও মৃত্যু বরণের আগে শিষ্যেরা সবাই যীশুর কাছে এসেছিল। যীশু তাদের বলেছেন, *“দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাচ্ছি।* ***মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে নবীরা যা যা লিখে গেছেন তা সবই পূর্ণ হবে****। তাঁকে অযিহূদীদের হাতে দেওয়া হবে। লোকে তাঁকে ঠাট্টা ও অপমান করবে এবং তাঁর গায়ে থুথু দেবে। ভীষণভাবে চাবুক মারবার পরে তারা* ***তাঁকে মেরে*** *ফেলবে, আর* ***তৃতীয় দিনে তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন”*** (লূক ১৮:৩১-৩৩)।

ধর্ম-শিক্ষকেরা যীশুকে ঘৃণা করতেন, *“কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলেছে”* (যোহন ১৯:৭)। কিন্তু লোকেরা তাঁদের কথা না শুনে এখন যীশুর কথা শুনছে বলে তাঁরা আরও বেশী ক্ষেপে গেলেন! তাই তাঁরা তাঁকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করলেন, তাঁরা জানতেন না তাঁরা ভাববাদীদের বলা কথাগুলো পূর্ণ করে চলছিলেন, কেননা ভাববাদীরা বলে গিয়েছেন *“লোকে তাঁকে [মশীহকে] ঘৃণা করেছে এবং আমরা তাঁকে সম্মান করি নি।”* কিন্তু *“জবাই করতে নেওয়া* ***ভেড়ার বাচ্চার মত****... তিনি মুখ খুললেন না”* (যিশাইয় ৫৩:৩,৭)।

চূড়ান্ত উৎসর্গ

প্রভু যীশু নিজেকে বন্দী করার, তাঁর বিচার করার, তাঁকে বিদ্রূপ করার, কাঁটার মুকুট পরানো, চাবুক মারার, কাপড়-চোপড় খুলে ফেলার এবং সেই একই পাহাড়ে একটি কাঠের ক্রুশের উপরে পেরেক মারতে দিলেন। এই পাহাড়েই প্রায় দু'হাজার বছর আগে অব্রাহাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ***“পোড়ানো-উৎসর্গের জন্য ঈশ্বর নিজেই ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দেবেন”*** (আদিপুস্তক ২২:৮)। ঈশ্বর অব্রাহামের ছেলেকে রেহাই দিয়েছেন, কিন্তু *“নিজের পুত্রকে পর্যন্ত রেহাই”* দেন নি (রোমীয় ৮:৩২)।

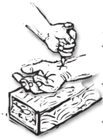

অব্রাহামের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য ছিল। *ঈশ্বর সেই* ***ভেড়ার বাচ্চা,*** অর্থাৎ *নিখুঁত বিকল্প* যুগিয়ে দিয়েছেন। আমার ও আপনার পাওনা শাস্তি যেহেতু যীশু নিয়েছেন, তাই স্বর্গের ঈশ্বর পুরো পৃথিবীকে অন্ধকার দিয়ে ঢেকে ফেললেন। যীশু নিজের ইচ্ছায় আমাদের পাপ ও লজ্জা গ্রহণ করলেন।

নিষ্পাপ প্রভু যীশু পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের শাস্তি ভোগ করলেন যাতে আমরা পাপ ও মৃত্যুর নিয়মের হাত থেকে মুক্ত হতে পারি। যিনি অসীম তিনি কিছু সময়ের জন্য আমাদের নরকের শাস্তি ভোগ করলেন যাতে নরকে সেই শাস্তি অনন্তকাল ধরে আমাদের ভোগ করার দরকার না হয়। তারপরে তাঁর মৃত্যুর ঠিক পূর্বে বিজয় লাভ করে তিনি চিৎকার করে বলে উঠেছেন, ***“শেষ হয়েছে”*** (যোহন ১৯:৩০)।

যীশু সব মানুষের পাপের ঋণ ***পুরোপুরি শোধ*** করেছেন! পাপের জন্য আর কোন উৎসর্গ করার দরকার হবে না বা গ্রহণযোগ্য হবে না। অব্রাহামের উৎসর্গ করা ভেড়াটা একজনের জন্য মরল, কিন্তু ঈশ্বরের মেষ-শিশু সকলের জন্য মরলেন।

শূন্য কবর

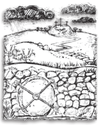

যীশুর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর রক্তাক্ত দেহ ক্রুশ থেকে নামিয়ে পরিষ্কার মসীনার কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে একটি ঠাণ্ডা কবরের মধ্যে শোওয়ানো হয়েছিল। ভারী পাথর দিয়ে কবরের মুখটি সীলমোহর করা হয়েছে। তারপরে একদিন, দু'দিন করে তিনদিন হয়ে গেল।

রবিবার খুব ভোরে যীশুর কয়েকজন মহিলা শিষ্য কবরস্থানে এলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন কবরের মুখের পাথরখানা সরানো এবং কবরটি শূন্য! কবরে কেবল মসীনার কাপড়গুলো পড়ে আছে।

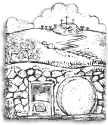

একজন স্বর্গদূত তাঁদের দেখা দিয়ে বললেন, *“তোমরা ভয় কোরো না, কারণ আমি জানি, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তোমরা সেই যীশুকে খুঁজছ।* ***তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন বলেছিলেন তেমন ভাবেই জীবিত হয়ে উঠেছেন।*** *এস, তিনি যেখানে শুয়ে ছিলেন সেই জায়গাটা দেখ। তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল* ***তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন*** *এবং তাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন। তারা তাঁকে সেখানেই দেখতে পাবে। দেখ, কথাটা আমি তোমাদের জানিয়ে দিলাম”* (মথি ২৮:৫-৭)।

সেই স্ত্রীলোকেরা এই খবর অন্যদের কাছে বলার জন্য দৌড়ে গেলেন। যীশু তাঁদের দেখা দিলেন, আর *“সেই স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পা ধরে প্রণাম করে তাঁকে ঈশ্বরের সম্মান দিলেন”* (মথি ২৮:৯)।

মৃত্যুর পরাজয়

আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা করতে পারত না, যীশু তা-ই করেছেন: *তিনি শয়তান, পাপ ও মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলেন। নবীদের কেউই যে কথা বলতে পারেন নি, যীশু তা-ই বলেছিলেন: আমিই প্রথম ও শেষ,* ***আমিই চিরজীবন্ত****। আমি মরেছিলাম, আর দেখ, এখন আমি যুগ যুগ ধরে চিরকাল জীবিত আছি। আমার কাছে মৃত্যু ও মৃতস্থানের চাবি আছে* (প্রকাশিত বাক্য ১:১৭,১৮)। যেহেতু যীশু মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন, তাই তাঁর উপর বিশ্বাসকারী লোকদের এই জগতে বা পরের জগতের জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

পুনরুত্থানের পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে ৪০ দিন কাটালেন। তিনি তাঁদেরকে শাস্ত্রের কথাগুলো বুঝতে সাহায্য করলেন। তিনি তাঁদের দেখালেন ভাববাদীগণ (অব্রাহাম, মোশি, দায়ূদ, ইত্যাদি) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন কিভাবে মশীহের মৃত্যু হবে এবং কিভাবে তিনি আবার মৃত্যু থেকে জীবিত হবেন। এছাড়াও তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন তাঁর পবিত্র আত্মাকে তাঁদের মধ্যে বাস করতে পাঠাবেন। তিনি এসে তাঁদের মধ্যে বাস করবেন, তাঁর চরিত্রের মত করে তাঁদের পরিবর্তিত করবেন এবং তাঁর সুসমাচার প্রত্যেক জাতির লোকদের কাছে ঘোষণা করার জন্য তাঁদের শক্তি দেবেন। যারা মন ফিরাবে এবং ঈশ্বরের নিখুঁত মেষ-শিশু যে তাদের জায়গায় মরেছেন ও মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন, তাঁর উপরে বিশ্বাস করবে, তারা ক্ষমা পাবে। তাদেরকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হবে এবং ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক আবার ঠিক হয়ে যাবে।

৪০ দিনের দিন শিষ্যদের চোখের সামনেই যীশু তাঁর পিতার বাড়ীতে মেঘের আড়ালে উঠে গেলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যুগের শেষে সারা পৃথিবীর বিচারক হিসাবে তিনি আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু সেটা ভিন্ন আরেকটি কাহিনী!

নাম

আপনার ঠাকুর দাদা-দিদিমাদের নাম কি আপনি জানেন? এই প্রশ্নটি দিয়ে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করেছিলাম। আপনি তাঁদের নাম জানুন বা না জানুন, এতে তেমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু ঈশ্বরের ঘোষিত এমন একটি নাম আছে, যার মূল্য অসীম। এই নামটি আপনার এই বর্তমান ও অনন্তকালীন জীবন পরিবর্তন করতে পারে। আর সেই নাম হল *যীশু।* এই নামের অর্থ *‘সদাপ্রভু উদ্ধার* করেন’।

“***সব নবীরাই*** *তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাঁর উপরে যারা বিশ্বাস করে তারা প্রত্যেকে তাঁর গুণে পাপের ক্ষমা পায়।” ... নাসরতের সেই যীশু খ্রীষ্ট, যাঁকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন এবং যাঁকে ঈশ্বর মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন ... পাপ থেকে উদ্ধার আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা জগতে আর* ***এমন কেউ নেই*** *যার নামে আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি”* (প্রেরিত্ ১০:৪৩; ৪:১০,১২)। “*তোমরা* ***যারা ঈশ্বরের পুত্রের উপরে বিশ্বাস কর,*** *তোমাদের কাছে আমি এই সমস্ত লিখলাম যাতে তোমরা* ***জানতে*** *পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ”* (১ যোহন ৫:১৩)।

হ্যাঁ, কোথায় আপনি আপনার অনন্তকাল কাটাবেন, তা আপনার এই জীবনকালেই আপনার পক্ষে **জানা** সম্ভব! আপনার সৃষ্টিকর্তা আপনাকে তাঁর উপর বিশ্বাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস করার ফল হিসাবে আপনি পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করবেন। তাঁর প্রতি আপনার বিশ্বাসের দরুন তিনি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে বলছেন: “*আমি* ***আপনাদের*** *সত্যিই বলছি, আমার কথা যে* ***শোনে*** *এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে* ***বিশ্বাস*** *করে* ***তার অনন্ত জীবন আছে। তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না;*** *সে তো* ***মৃত্যু থেকে জীবনে*** *পার হয়ে গেছে”* (যোহন ৫:২৪)।

মানুষের সমস্যা

যখন আদম ও হবা তাদের সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হলেন, তখন তাঁরা নিজেদের উপর **পাপ ও লজ্জার** দু’মুখী সমস্যা বয়ে আনলেন।

- তাঁদের পাপ তাঁদেরকে লুকাতে বাধ্য করল।
- তাঁদের **লজ্জার** ফলে তাঁরা নিজেদের উলংগতা ঢাকতে বাধ্য হলেন।

ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। এর দরুন ঈশ্বর তাঁদের তৈরী ডুমুর গাছের পোশাক গ্রহণ করেন নি। তিনি করুণাবান, তাই তিনি তাঁদের জন্য একটি পশু উৎসর্গ করলেন, আর সেই পশুর চামড়া দিয়ে তাঁদেরকে পোশাক পরিয়ে দিলেন। পশুর রক্ত হল তাঁদের **পাপ** পরিষ্কার করার একটা চিহ্ন। আর পশুর চামড়া হল তাঁদের **লজ্জা** ঢাকার জন্য যা দরকার, তার চিহ্ন।

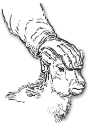

আমাদের মধ্যেও আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপ ও লজ্জা আছে। ঈশ্বর যে ধরনের নির্দোষিতা আমাদের কাছ থেকে চান, পাপী হিসাবে আমাদের মধ্যে তা নেই। লজ্জার বিষয় হল এজন্য আমরা তাঁর পবিত্র উপস্থিতিতে বাস করার যোগ্য নই। আমাদের দরকার তাঁর ক্ষমা ও নির্দোষিতা লাভ করা। কিন্তু কিভাবে আমরা তা লাভ করতে পারি?

● আপনার নিখুঁত ন্যায়বান সৃষ্টিকর্তা থেকে যে **পাপ** আপনাকে আলাদা করে, সেই পাপ থেকে কিভাবে আপনি পরিষ্কৃত হতে পারেন?

● আপনি যাতে তাঁর উপস্থিতিতে চিরকাল ধরে **লজ্জা** ছাড়া বাস করতে পারেন, সেজন্য ঈশ্বর কিভাবে আপনাকে নির্দোষ ঘোষণা করতে পারেন?

ঈশ্বরের দেওয়া সমাধান

ক্রুশের উপরে যীশু খ্রীষ্ট **আপনার পাপের** জন্য কষ্টভোগ করেছেন এবং **আপনার লজ্জা** বহন করেছেন। যেহেতু তাঁর মধ্যে কোন পাপ ছিল না, তাই মৃত্যু তাঁকে কবরে ধরে রাখতে পারে নি। তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা তিনি এখন আপনাকে *পরিষ্কার* করার ও *ঢাকার* জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, অর্থাৎ তাঁর *নির্দোষিতা* গ্রহণ করে *আপনার পাপগুলো তিনি* তাঁকে দিতে বলছেন। কিন্তু এজন্য আপনাকে অবশ্যই ঈশ্বরের লেখা কথাগুলোর উপর বিশ্বাস করতে হবে। আপনি কি তা বিশ্বাস করবেন?

“*আমাদের দেওয়া খবরে কে* ***বিশ্বাস*** *করেছে? ... আমাদের পাপের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে... আমরা সবাই ভেড়ার মত করে বিপথে গিয়েছি; আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি।* ***সদাপ্রভু আমাদের সকলের অন্যায় তাঁর উপর চাপিয়েছেন।*** *তিনি আমাকে* ***উদ্ধারের কাপড় পরিয়েছেন আর সততার পোশাকে সাজিয়েছেন”*** (যিশাইয় ৫৩:১,৫-৬; ৬১:১০)।

“*তোমরা সেই সুখবরের মধ্য দিয়ে পাপ থেকে উদ্ধার পাচ্ছ...* ***পবিত্র শাস্ত্রের কথামত*** *খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন, তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল,* ***শাস্ত্রের কথামত*** *তিন দিনের দিন তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছে”* (১ করিন্থীয় ১৫:২-৪)।

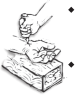

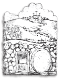- যীশু সম্বন্ধে আপনার চিন্তা কি?
- তাঁর জীবন, তাঁর মৃত্যু, তাঁর কবর এবং তাঁর পুনরুত্থান সম্পর্কে আপনি কি বিশ্বাস করেন?
- কিভাবে তাঁর কাহিনী আপনার জীবন কাহিনীকে প্রভাবিত করেছে?